খুলনায় পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি’র ভোট বর্জন

খুলনার চালনা পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট প্রদানে বাধ্য করা ও অনিয়মের অভিযোগে বিএনপি প্রার্থী মো. আবুল খয়ের খাঁন নির্বাচন বর্জন করেছেন।

সোমবার দুপুর ২টায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে দলের নির্বাচনী প্রধান এজেন্ট উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান খান দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচন বর্জন করেন।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে চালনা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শিশু কানন প্রি-ক্যাডেট স্কুলকেন্দ্রে ভোট চলাকালে দুই মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে চালনা এমএম কলেজ কেন্দ্রে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে আলাদা হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের সনত কুমার বিশ্বাস, বিএনপি’র মো. আবুল খয়ের খাঁন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অচিন্ত্য কুমার মণ্ডল ও গৌতম কুমার রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

‘নির্ভীক সংবাদমাধ্যম ছাড়া দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়’- ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

‘সাংবাদিকরা নির্ভয়, সাংবাদিকরাই করোনাকালে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্ভীক সচেতন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া কখনোই দরিদ্রতা নিরসন হবে না। সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে।’

আজ সোমবার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর

হাসপাতালে ‘শীতকালে করোনা প্রতিরোধ ও করণীয় এবং শীতবস্ত্র বিতরণে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান’ শীর্ষক আলোচনাসভায় এসব কথা বলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, সাংবাদিকরা নির্ভয়, সাংবাদিকরাই করোনাকালে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্ভীক সচেতন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া কখনোই দরিদ্রতা নিরসন হবে না। সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে। একটা কথা আছে মন যেটা জানেনা চোখ সেটা দেখেনা। সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে।

জাফরুল্লাহ আরো বলেন, সাংবাদিক বন্ধুদের বলতে চাই, যতই আপনাদের বিপদ হোক, যেই নির্ভীক সাহসিকতার সাথে আপনারা কাজ করছেন, সেটাকে অব্যাহত রাখেন। সবাই মিলিত ভাবে কাজ করলে দেশের দরিদ্রতা অনেক কমবে। সবাই মিলে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। যতই বিপদ আসুক, আমরা মিলিতভাবে ন্যায় এবং নীতির জন্য আমাদের আন্দোলনকে অব্যহত রাখতে হবে। এই সাহসই বাংলাদেশকে সুন্দর দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। সামাজিক বৈষম্য না কমলে আমি, আপনি, কেউই সুখে থাকতে পারবোনা।

সরকার গণমাধ্যমে কণ্ঠরোধ করছে উল্লেখ করে জাফরুল্লাহ বলেন, আজকের সাধারণ মানুষ যেমন পর্যুদস্ত। আমরা প্রত্যেকেই অবহেলিত এবং পর্যদুস্ত। যারাই তাদের কথা বলতে চাইবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা সরকারের। সরকার উপলব্ধি করে না সত্যটাকে কাছে আনলে সরকারের পরিকল্পনা অনেক সহজ হতো। সরকার তা না করে, যে সত্যটা তুলে ধরতে চাইবে, তার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এই কণ্ঠরোধ করাটাই একদিন ওই রাজনীতিবিদকে কারাগারে নিয়ে যাবে। আমাদের জাতির সামনে কঠিন বিপদ আসছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সুবিবেচনা এবং সাহসের ক্ষেত্রে মোকাবিলা না করলে, জনসাধারণকে সম্পৃক্ত না করলে, এ সমস্যার সুরাহা হবে না।

করোনা টিকা উৎপাদন প্রসঙ্গে ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, ভ্যাকসিন আসলে কে কয়টা পাবেন, সেটা আপনারা দেখেছেন। আমি মনে করি, এ কাজ অনেক সহজ হতো, সরকার যদি ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতো। কম্পোলসারি লাইসেন্স বলে একটা নিয়ম আছে, এটা সুযোগ নিয়ে আমরা ব্যাপক আকারে ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি। আপনারা জানেন অক্সফোর্ডে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু তারা কখনোই এটাকে প্যাটেন্ট করেনি। তারা মনে করেছিল জনসাধারণের জন্য পেনিসিলিন উন্মুক্ত থাকবে। পেনিসিলিন যে পাত্রে আবিষ্কার করা হয়েছিল, তার একটি পাত্র

তারা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে দান করেছিন। প্রতীকী অর্থে তারা বলতে চেয়েছিল গণস্বাস্থ্যও যেন এসব কাজে সম্পৃক্ত থাকে।

ডা. জাফরুল্লাহ আরো বলেন, ‘আমি নিশ্চিত ড. ইউনুস এবং অন্যান্য নোবেল লরিয়েটরা যদি অক্সফোর্ডকে বলতো, তোমরা অতীতের মতো সহযোগিতা করো আমরা আমাদের দেশেই করোনার ভ্যাকসিন তৈরি করি। দেশীয় গ্লোবের করোনার ভ্যাকসিন এগিয়ে রয়েছে। আমরাও ইচ্ছা করলে ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি। তাহলে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন তৈরি হতো। দেশের প্রতিটা লোক ভ্যাকসিন পেত।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অ্যান্টিবডি কিট তৈরির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরাই বিশ্বের প্রথম মার্চ মাসে এন্টিবডি কিট আবিষ্কার করেছিলাম। শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকলে জড়িয়ে ধরে বলতেন, জাফরুল্লাহ জবর কাজ করেছ। কিন্তু সরকার আমাদের প্রতিটা পদে কাটা বিছিয়েছে। এখনো আমরা অ্যান্টিবডি কিটের অনুমোদন পায়নি। এরপর অনেক দেশ অ্যান্টিবডি কিট উৎপাদন করেছে। আমাদের কিটের অনুমোদন দিলে দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হতো। এন্টিবডি কিট আবিষ্কার করতে আমাদের ১০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এ ১০ কোটি টাকা দিয়ে আমরা অনেক বেশি গরিব মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারতাম।

গণস্বাস্থ্য আবিষ্কৃত অ্যান্টিজেন কিট প্রসঙ্গে জাফরুল্লাহ বলেন, আমাদের বিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল অ্যান্টিজেন কিট আবিষ্কার করলেন। সরকার আমাদের কন্ডিশন দিল এ কিট আমেরিকা থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনতে হবে। এতে আরো তিন কোটি টাকার প্রয়োজন। আজকে যদি এমন নিয়ম থাকতো তাহলে বাংলাদেশে ওষুধ নীতি হতো না। বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির ঔষধ উৎপাদনকারী দেশ হতে পারত না।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন গণস্বাস্থ কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মঞ্জুর কাদির আহমেদ, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া প্রমুখ।

এক দশকে অপরাধ নির্মূলের সবচেয়ে আলোচিত বছর ২০২০

২০২০ এর পুরো সময়কে গেল এক দশকে অপরাধ কিংবা অপরাধ নির্মূলের সবচেয়ে আলোচিত বছর ধরা হয়। অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসার রেশ শেষ হতেই, পাপিয়া কাণ্ডসহ নানা অপরাধ নির্মূলের শুদ্ধি অভিযান বছরজুড়ে বেশ আলোচিত।

করোনাকালেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা মাদক নির্মূলে অভিযান শেষ না হতেই একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা দেশবাসীকে আরো অস্থির করে তোলে। অস্থিরতার আগুনে ঘি ঢেলে দেশকে আরো উত্তপ্ত করে কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যাকাণ্ড।

২০২০ সাল দেশের জন্য যতটা অপরাধবহুল, মহামারির আবির্ভাব ততটাই নির্মম আর আলোচিত করেছে শতাব্দীর ইতিহাসকে। বছরের শুরুতেই ক্যাসিনোকাণ্ডের মূলোৎপাটন শেষ হতেই উঠে আসে মাদক আর বাইজী সম্রাজ্ঞী পাপিয়াকাণ্ড।

২২ ফেব্রুয়ারি স্বামী সহযোগীসহ পাপিয়া র্যাবের হাতে ধরা পড়লে দেশজুড়ে সমালোচনার জন্ম দেয় তার পাপের সম্রাজ্য। বিপুল পরিমান অবৈধ অর্থ আর পাচঁতারকা হোটেলের প্রায় কোটি টাকার প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটের আলোচনা রাজধানী থেকে সীমান্ত জনপদেও আলোড়ন তোলে।

মার্চে পাপিয়ার সম্রাজ্যে ধ্বস নামতেই, মানব সম্রাজ্যকে সংক্রমিত করে ভয়াল ত্রাসের ছোবল বসায় মহামারি করোনা। সুদূর চীন থেকে ইতালি আমেরিকা হয়ে বাংলাদেশ। দুর্নীতির নতুন রুপ দেখে বাংলাদেশ। মানবিক এই সময়টাতেও করোনা থেকে রক্ষার ঢাল মাস্কের কৃত্তিম সংকটে বিপুল অর্থ তুলে নেয় অসাধু চক্র।

দেশবাসী অসততার চুড়ান্ত রুপ দেখে করোনা টেস্ট শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই। নমুনা নিয়ে টেস্ট না করিয়েই হাজার হাজার মানুষকে ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে পুরো দেশকেই সংক্রমণ ঝুঁকিতে ফেলে দেয় বেসরকারি রিজেন্ট হাসপাতাল আর জেকেজি হেলথকেয়ার।

রিজেন্ট মালিক সাহেদ প্রতারণায় বহুমুখী প্রতিভা দেখিয়ে এমএলএমসহ তথাকথিত নানা ব্যবসার মাধ্যমে মানুষকে ঠকিয়ে হাতিয়েছেন শত শত

কোটি টাকা। একসময় বনে যান রাজনৈতিক বিশ্লেষকও। অবশেষে জালিয়াতিতেই কারাগারের বাসিন্দা হন তিনি। একইভাবে করোনায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়ে ধরা পড়েন টেস্ট জালিয়াতির খলনায়িকা জেকেজির ডা. সাবরিনাও। হাজারো মানুষকে ঝুঁকিতে ফেলে স্বামীসহ সাবরিনা দম্পতি এখন কারাগারে।

করোনাকালেও মাদক চোরাকারবারের অপবাদ থেকে এতটুকুও মুক্তি পায়নি দেশ। দেশজুড়ে অভিযান আর মাদকের ব্যবসা সবই চলে দেদারছে। সিলেট এমসি কলেজে গৃহবুধূকে ধর্ষণ, নোয়াখালীতে আরেক গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে অমানবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনায় ফুঁসে ওঠে দেশ। একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় রাস্তায় নেমে আসে প্রতিবাদী মানুষ।

জুলাইয়ে দেশব্যাপী ধর্ষণ বিরোধী জনরোষের আগুনে ঘি ঢেলে দেয় কক্সবাজারে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদকে সন্দেহভাজন হিসেবে পুলিশ গুলি করে হত্যা করলে। এ ঘটনার উত্তাপ ছড়ায় দেশের আইনশৃঙ্খলাবাহিনী থেকে রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত।

উত্তাপের আগুন আরো ছড়ায় সিলেট বন্দরবাজার ফাঁড়িতে পুলিশি নির্যাতনে রায়হানের মৃত্যুর ঘটনা। লালমনিরহাটে কোরআন অবমাননার গুজব ছড়িয়ে এক মুসল্লী যুবককে পিটিয়ে হত্যা করে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা শোকাহত করে পুরো দেশকে।

শোকের মাতম ছড়িয়ে পড়ে শরিয়তপুর ও ব্রাক্ষণবাড়িয়ার ২৬ বাংলাদেশিকে লিবিয়ায় আন্তর্জাতিক মানবপাচারকারী চক্র ব্রাশফায়ারে হত্যা করলে। অপরাধের রাশ টেনে আদাবর মাইন্ড কেয়ারে চিকিৎসাধীন সিনিয়র এএসপি আনিসুলকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা।

বছরজুড়ে নানা অপরাধের লাগাম টানতে জনদাবির মুখে সংশোধিত হয় ধর্ষণ রোধে ফাঁসির দণ্ড। সিলেটে রায়হান হত্যার মূল অভিযুক্ত এসআই লিয়াকত। রায় আসে বরগুনায় চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডেরও। চার্জশিট দেয়া হয় সিনহা হত্যাকাণ্ডসহ বেশ কয়েকটি আলোচিত মামলার।

সূত্র : নিউজ টোয়েন্টিফোর।

এ সপ্তাহেই ভাসানচরে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয় দল

আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির থেকে রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয় একটি দলকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এর আগে গত ৪ ডিসেম্বর ১ হাজার ৬৪৫ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে কক্সবাজারের ক্যাম্প থেকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়।

এ তথ্য জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান। তবে এ সপ্তাহের কোন দিন কিংবা এ দফায় কতজন রোহিঙ্গাকে সেখানে স্থানান্তর করা হচ্ছে, সে সংখ্যা জানাননি তিনি।

এর আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় দফায় এক হাজার শরণার্থীকে ভাসানচরে নেয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এনামুর রহমান বলেছেন, ‘রোহিঙ্গাদের আরেকটি দল ভাসানচরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিষয়টির নেতৃত্ব দিচ্ছে।’

বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার আপত্তির মধ্যেই তখন ওই রোহিঙ্গাদের প্রথমে বাসে করে চট্টগ্রামে নেয়া হয়, এরপর সেখান থেকে তাদের নৌ বাহিনীর জাহাজে করে ভাসানচরে পাঠানো হয়।

মারা গেছেন দেওয়ানবাগী পীর

দেওয়ানবাগ দরবার শরিফের পীর দেওয়ানবাগী আর নেই। আজ সোমবার ভোর ৬টা ৪৮ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০।

জানা গেছে, ভোরের দিকে তিনি নিজ বাসায় স্ট্রোক করেন। পরে তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দেওয়ানবাগ শরিফের ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, দেওয়ানবাগী পীরের নাম মাহবুব-এ খোদা। তবে তিনি ‘দেওয়ানবাগী’ নামে পরিচিত। ১৯৪৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তার বাবার নাম সৈয়দ আবদুর রশিদ সরদার। মা সৈয়দা জোবেদা খাতুন। ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। নিজ এলাকার তালশহর কারিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

ফরিদপুরে চন্দ্রপাড়া দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আবুল ফজল সুলতান আহমেদ চন্দ্রপুরীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন দেওয়ানবাগী পীর। এরপর তার মেয়ে হামিদা বেগমকে বিয়ে করেন, এর সুবাদে শ্বশুরের কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন।

মঙ্গলবার এইচএসসির ফল নিয়ে কথা বলবেন শিক্ষামন্ত্রী

এইচএসসির ফলাফল, বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বই উৎসবসহ শিক্ষা সংক্রান্ত সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনলাইনে মতবিনিময় করবেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের সংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, এ বছর মোট সাড়ে ৩৪ কোটি নতুন বই ছাপা হয়েছে। এই বই এখন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক গোলাম ফারুক সাংবাদিকদের বলেন, বই কীভাবে পৌঁছানো হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়নি। তবে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ক্লাসভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

‘ধ্রুবতারা’র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নতুন প্লেন ‘ধ্রুবতারা’ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ রবিবার (২৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত ড্যাশ ৮-৪০০ মডেলের নতুন প্লেন ধ্রুবতারার উদ্বোধন করেন তিনি। এটি নিয়ে বিমানের বহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা এখন বেড়ে দাঁড়াল ১৯টি।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি টার্মিনালে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

ধ্রুবতারাসহ বিমানের উড়োজাহাজ বহরে ইতোমধ্যে যুক্ত হওয়া প্রতিটি উড়োজাহাজের নামকরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ধ্রুবতারা প্লেনটি ছাড়াও গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিভিন্ন স্থানে নবনির্মিত ২০টি ফায়ার স্টেশন, জেলা সদরে নবনির্মিত ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কেরানীগন্জে মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার এবং একটি এলপিজি স্টেশন উদ্বোধন করেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউন্জ থেকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস।

কানাডার প্রখ্যাত নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডি হ্যাভিল্যান্ড নির্মিত

৭৪ আসনবিশিষ্ট ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজটি পরিবেশবান্ধব ও অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ। এ উড়োজাহাজের এইইপিএ (হাই-ইফিশিয়েন্সি পার্টিকুলেট এয়ার) ফিল্টার প্রযুক্তি মাত্র ৪ মিনিটেই ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসসহ অন্য জীবাণু ধ্বংসের মাধ্যমে উড়োজাহাজের অভ্যন্তরের বাতাসকে করে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, যা যাত্রীদের করবে অধিকতর সতেজ ও নিরাপদ। এ ছাড়া এ উড়োজাহাজে রয়েছে পর্যাপ্ত লেগস্পেস, এলইডি লাইটিং ও প্রশস্ত জানালা, যে কারণে ভ্রমণ হয়ে উঠবে অধিক আরামদায়ক।

বাংলাদেশ ও কানাডা সরকারের মধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে কেনা ৩টি উড়োজাহাজের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ দুটি যথাক্রমে আগামী জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে বিমান বহরে যুক্ত হবে। নতুন উড়োজাহাজ বহরে সংযোজনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও স্বল্প দূরত্বের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যসমূহে বিমানের সাপ্তাহিক ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করা হবে।

বিশ্বব্যাপী মহাসংকটে অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশ

ইতিহাসের কঠিনতম একটি বছর পার করল বাংলাদেশের অর্থনীতি। মহামারী করোনাভাইরাসের ছোবলে অর্থনীতির এমন কোনো খাত নেই যেটি আক্রান্ত হয়নি। এমনকি সে ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার নতুন করে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ লেগেছে। গত মার্চ থেকে মে সময়ে কৃষি আর জরুরি খাদ্যপণ্য বাদে প্রায় সব ধরনের উৎপাদন বন্ধ ছিল টানা দুই মাসের বেশি। অথচ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হলো উৎপাদন। মাসের পর মাস কলকারখানায় ঝুলেছে তালা। খোলেনি মার্কেটের প্রধান ফটক। দোকানপাটের শাটারও ওঠেনি। কর্মীরা ছিলেন দিশাহারা। কর্মহীন হয়ে পড়েন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। পরিবহন খাতের চাকাও ঘোরেনি। ইঞ্জিন বন্ধ ছিল লঞ্চ, বিমান, হেলিকপ্টারসহ সব ধরনের যানবাহনের। সরকারিন্ডবেসরকারি অফিসেও ছুটিন্ডঅর্ধছুটি ঘোষণা করা হয় মহামারীর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে। পরবর্তী সময়ে প্রায় শতভাগ অফিশিয়াল কার্যক্রম চলে আসে অনলাইনে, যার কিছু অংশ এখনো

বিদ্যমান। ফলে মানুষ ছিল ঘরবন্দী। এমন রুদ্ধশ্বাস নিয়েই প্রায় পুরো একটি বছর পার করেছে দেশের অর্থনীতি।
করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতিও স্মরণকালের ভয়াবহ রকমের সংকটময় একটি বছর পার করল। দুন্ডএকটি বাদে বিশ্বের প্রায় সব দেশই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে চলে গেছে করোনার ধাক্কায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিও বছরের শুরুতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সব শ্রেণির মানুষের কর্মস্পৃহা ও সরকারের চেষ্টায় দ্রুততম সময়েই আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি। তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়নে দ্রুত সংকট সামলে নেয় সামষ্টিক অর্থনীতি। ফলে মহামারীতেও ৫ শতাংশের ওপরে প্রবৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে আইএমএফ বলছে, ডিসেম্বর শেষে প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ, যদিও কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের পথ এখনো রুদ্ধ। দ্রুত বাড়ছে বেকার ও দারিদ্র্যের হার। নতুন কর্মসংস্থান প্রায় বন্ধ। বিদেশেও নতুন করে যাচ্ছে না কোনো কর্মী। তবে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতে ভাটা পড়লেই পরবর্তী সময়ে তা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নতুন নতুন রেকর্ড হয়েছে সংকট সত্ত্বেও। ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেকর্ড ৪২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে রিজার্ভ।
তবে বিশ্বব্যাপী এ মহাসংকট সত্ত্বেও স্বল্প সময়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি, যদিও এ সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গেছে দারিদ্র্যের হার। প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষের আয় কমে গেছে। শিল্প খাতে নেমে এসেছিল স্থবিরতা। বড় বড় শিল্পের মালিক থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এখনো ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। পাশাপাশি ধস নেমেছে বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধনে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী। বিদেশফেরত কর্মীদের নিয়েও দিশাহারা সরকার। বছরের শুরুতে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে ভয়াবহ সংকটের আভাস দেয় বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থা। তবে এশিয়াসহ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় অভাবনীয় সফলতার সঙ্গে করোনা মোকাবিলা করেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। অনেক উন্নত দেশে লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়েছে। চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়ে প্রায় ৩ দশমিক ৫ কাটি মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে দেশের ব্যাংকন্ডবীমাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কমানো হয় কর্মীদের বেতন। কোথাও কোথাও চলে গণছাঁটাই। গণমাধ্যম ও রপ্তানি খাতও বাদ যায়নি এমন পরিস্থিতি থেকে। তৈরি পোশাক খাতের কয়েক বিলিয়ন ডলারের অর্ডার স্থগিত/বাতিল হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সেগুলো আবার ফিরে পায় বাংলাদেশ। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার লড়াইয়ে অনেকে শক্তিশালী দেশের তুলনায় এগিয়েই রয়েছে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে এ দেশের মানুষের চাহিদার বেশির ভাগই মেটানো হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। আর বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশের কৃষির অবস্থান খুবই শক্তিশালী। ফলে মহাসংকট সত্ত্বেও বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি হয়নি। না খেয়ে থাকেনি কোনো মানুষ। হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে কম খেয়েছে। এর আগের বছর ২০১৯ সালের শুরুটা ছিল দেশের অর্থনীতির জন্য খুবই স্বস্তিদায়ক। কেননা সে সময় টানা ১১ বছর ধরে একই মতাদর্শের সরকার দেশ শাসন করায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজ হয়ে আসছিল বেশ দ্রুতগতিতে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ছিল উচ্চ। মাথাপিছু আয়ও দ্বিগুণের বেশি হয়েছিল। কিন্তু অনিয়মন্ডদুর্নীতি আর বিশ্বমন্দার বাড়তি মাত্রা যোগ হওয়ায় সে বছরের শেষ দিকে এসে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা সামষ্টিক অর্থনীতি আচমকা হোঁচট খেয়ে বসে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় চলতি বছরের শুরু থেকেই চলে আসা করোনা মহামারীর প্রচন্ড ধাক্কা। এক ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সামগ্রিক অর্থনীতি, যার রেশ এখনো শেষ হয়নি। বরং প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা পুরোপুরি কেটে ওঠার আগেই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা। ফলে একমাত্র প্রবাসী আয় ছাড়া এখন পর্যন্ত দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সব প্রধান সূচক নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। এর ফলে সামনের দিনগুলোয় অর্থনীতির গতিবিধি কী হতে পারে তা অনুুমান করাটাও মুশকিল বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে প্রায় টানা এক দশক ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে দেশ। ২০০৯ সালে ৫ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে নতুন এক অধ্যায় শুরু করে বাংলাদেশ। সব শেষ ২০১৮ন্ড১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এরপর করোনা মহামরীতে বিশ্বের প্রায় সব দেশই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশ ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। আর চলতি অর্থবছর শেষে বাজেটের টার্গেট অনুযায়ী ৮ দশমিক ২ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২২ সালের আগেই ডবল ডিজিট (২ অঙ্ক) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একইভাবে ২০০৯ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৭০৯ মার্কিন ডলার। এখন তা ১৯০০ ডলার অতিক্রম করেছে। সে সময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। এখন তা ৪২ বিলিয়ন অতিক্রম করেছে। রপ্তানি ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। ২০১৯ সালে তা ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আগামীতে ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। স্থায়ী কর্মসংস্থানে খুব একটা আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি না হলেও অস্থায়ী কর্মসংস্থান, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে কর্মক্ষম মানুষ আর শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে সরকার। কিন্তু করোনা মহামারী এসে এসব অর্জনে প্রচন্ড আঘাত

হানে। ফলে ২০২০ সালে বহুসংখ্যক মানুষ বেকার হয়। দেশে দারিদ্র্যও বাড়ে দ্বিগুণ হারে। এ বছর ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ মানুষের আয় কমে গেছে, যার একটা বড় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর। এদিকে আসন্ন দিনগুলোও দেশ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য হবে কঠিন চ্যালেঞ্জের। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম থেমে গেছে। একই সঙ্গে পরিবহন, পর্যটন, হোটেল, মোটেল, বিশ্ব চিত্রজগৎ, বিনোদন কেন্দ্রসহ সব ধরনের ব্যবসান্ডবাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে। বিপুল লোকসানের মুখে পড়ে বহু কোম্পানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী রূপ নেওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কতটা দীর্ঘায়িত হবে এর ওপর নির্ভর করছে অর্থনীতির ক্ষতির বিষয়টা। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলেছে, করোনাভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অন্তত আড়াই কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বলছে, ২০০৮ন্ড২০০৯ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাকেও হার মানাবে এবারের করোনাভাইরাসের আর্থিক ক্ষতি। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সব সদস্য দেশকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছে। সংস্থা দুটি বলেছে, বিশ্ববাণিজ্য থমকে গেছে।
সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বলেছে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি মন্দার মুখে পড়তে পারে। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে ৩০২ কোটি ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্টরা জানান, করোনার কারণে যে সংকট চলছে তাতে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বৈশ্বিক জিডিপি। কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, উৎপাদন হ্রাস, সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার কারণে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যও কমে যাচ্ছে। এ জন্য বছরজুড়েই বিনিয়োগকারীরা ছিলেন উদ্বিগ্ন।

এখন মানুষ এক অস্বাভাবিক

পৃথিবীর বাসিন্দা

মানুষ এখন এক অস্বাভাবিক পৃথিবীর বাসিন্দা। বিশ্বকে এ বছর সন্ত্রস্ত ও বিপর্যন্ত করে চলেছে এক ভয়ংকর ভাইরাস করোনা। ১৭ লাখের বেশি মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে এই মহামারি, আক্রান্ত করেছে প্রায় আট কোটি মানুষকে। ধস নামিয়েছে অর্থনীতির। বছর শুরুর মাত্র তিন দিন আগে চীনের উহান থেকে শুরু হয়ে দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে এই নতুন করোনাভাইরাস। বিশেষজ্ঞরা বলছে, আগের কোনো কোনো মহামারি করোনার চেয়ে বেশি মানুষ মারলেও তা সীমাবদ্ধ ছিল কিছু দেশের মধ্যে। কখনোই বিশ্বের সব প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েনি এবারের মতো। একে বাগে আনতে মানবজাতির সম্মিলিত চেষ্টাও চলছে নজিরবিহীনভাবে।
রোগতত্ত্ববিদ ড. মুশতাক হোসেনের ভাষায়, ‘একটি বছর আমাদের নজিরবিহীন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে। প্রতিদিনই আমাদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে, নতুন করে জানতে হচ্ছে অনেক কিছু। এক বছরের মুখে এসেও এখনো অনেক কিছুই আমাদের জানা নেই। তবে আমরা আশা করি, নতুন বছরে আমরা টিকা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার সব কিছু মেনে চলে করোনাকে জয় করতে পারব।’
গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর প্রথম বিশ্বে ভাইরাসটি মানবদেহে শনাক্ত হলেও বাংলাদেশে প্রথম শনাক্ত হয় ৭০ দিনের মাথায় চলতি বছরের ৮ মার্চ। তবে ওই ২৯ ডিসেম্বর চীনের উহান থেকে খবর ছড়ানোর পর বছরের প্রথম থেকেই অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশেও সৃষ্টি হয় উদ্বেগন্ডউৎকণ্ঠান্ডকৌতূহল। পর্যায়ক্রমে দেশের বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত নড়াচড়া শুরু হয়। প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাতোড়ে আটকে যায় প্রথমত স্বাস্থ্য খাত এবং পর্যায়ক্রমে পুরো সরকারব্যবস্থা। ৮ মার্চের পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যু ঘটে করোনাভাইরাসের কারণে। এর পর থেকেই শুরু হয় ভীতিকর পরিস্থিতি, পাল্টে যায় জীবনযাত্রা; অর্থন্ডবাণিজ্য থেকে শুরু করে মানুষের সামাজিকন্ডসাংস্কৃতিক কিংবা পারিবারিক সব পরিবেশই যেন থমকে যায়। বন্ধ হয়ে যায় আকাশপথ, সড়কপথ, নৌপথসহ সব যোগাযোগ। ‘লকডাউনে’ বন্দি হয়ে পড়ে জীবন।
এর মধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দেশের পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থা। পরীক্ষা না করাতে পেরে মানুষের ছোটাছুটি, চিকিৎসার জন্য এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ঘোরাঘুরি; রোগী রাখতে চায় না কোনো হাসপাতাল, হাসপাতালে চিকিৎসক নেই, স্বজনদের নিয়ে মানুষের হাহাকার, করোনায় মৃতের লাশ ফেলে রেখে স্বজনদের পালিয়ে যাওয়া,

আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে প্রতিবেশীদের হয়রানি, ভাড়াটিয়াকে বাড়ি থেকে বের করে দেন বাড়িওয়ালা, আক্রান্ত রোগীর বাসাবাড়ি লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা, পুলিশের পাহারা এ রকম আরো অনেক রকম অমানবিক ঘটনায় গত এক বছর পার হচ্ছে এই দেশে।
অন্যান্য দেশেও ঘটেছে এমন ঘটনা। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মানুষ; ভয়কে জয় করে করোনার সঙ্গে বসবাসের সাহস নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে, উঠে যায় লকডাউন। সব কিছু অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আগের মতোই। তবে সুরক্ষার বাণী হয়ে টিকে আছে মাস্ক ব্যবহার, বারবার হাত ধোয়া ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সতর্কতা। সরকার রীতিমতো আদেশ জারি করে বাধ্যতামূলক করেছে এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।
এর মাঝেই করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য খাতে সরকারি কেনাকাটা, প্রাইভেট সেক্টরে ভুয়া পরীক্ষা, ভুয়া চিকিৎসা, ভুয়া চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, তাদের কারো কারো সঙ্গে সরকারের চুক্তি, রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা, চিকিৎসার নামে বাণিজ্য বহু রকমের দুর্নীতি অনিয়ম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বদলি হন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব। অদলন্ডবদল হয় মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরের বহু কর্মকর্তার চেয়ার। অনেক কিছু ছাপিয়ে বড় খবর হয়ে ওঠে রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকেজির মাধ্যমে নজিরবিহীন প্রতারণার প্রধান দুই চরিত্র মোহাম্মদ শাহেদ ও ডাক্তার সাবরিনা। এর বাইরে নকল মাস্ক ও পিপিই সরবরাহের মতো ঘটনা ঘটে এই করোনাকাল ঘিরে।
অন্যদিকে স্বাস্থ্য খাতের বাইরে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে সরকারের সহায়তাস্বরূপ ত্রাণ নিয়ে নানা কেলেঙ্কারিন্ডঅনিয়ম, জেলন্ডজরিমানাও ছিল আলোচিত ঘটনা। আরেক দিকে করোনা চিকিৎসায় ব্যবহার করা ওষুধ, সুরক্ষাসামগ্রী হিসেবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই নিয়ে চলে বেশুমার বাণিজ্য। নকল ও ভেজাল উপকরণ ছড়িয়ে পড়ে বাজারে। মানুষের বিপদকে জিম্মি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা উঠে পড়ে লেগে যায় অতিরিক্ত অর্থ হাতিয়ে নিতে। বেসরকারি হাসপাতালে বাড়িয়ে দেওয়া হয় চিকিৎসা খরচ। বিশেষ করে অক্সিজেন এবং আইসিইউ বাণিজ্য বেড়ে যায়। আইনন্ডশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অভিযানে নামতে হয় এমন পরিস্থিতি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে।
পাশাপাশি করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা আগের তুলনায় কিছু উন্নতি ঘটলেও এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল অবস্থায় আসেনি। হাসপাতালগুলোতে সাধারণ বেড খালি থাকলেও আইসিইউ বেড সরকারি হাসপাতালগুলোতে এখনো দুষ্প্রাপ্য। প্রথম দিকে পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপকমাত্রায় বিশৃঙ্খলা থাকলেও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা অনেকটা কমেছে। শুরুর দিকে কিট সংকট থাকলেও এখন তা

সহনীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত অ্যান্টিবডি কিট অনুমোদন নিয়ে নানা ধরনের টালবাহানার পর সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়। প্রথম দিকে শুধু একটি মাত্র ল্যাবে টেস্ট হলেও এখন তার পরিধি বেড়েছে। হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে। ওষুধ অনেকটা সহজলভ্য হয়েছে।
তবে ইউরোপন্ডআমেরিকা কিংবা ভারতে যেভাবে সংক্রমণ ছড়িয়েছে এবং যেভাবে আক্রান্তদের মৃত্যু ঘটেছে, বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হয়েও ততটা শোচনীয় অবস্থায় পড়েনি, অন্ততপক্ষে আক্রান্ত ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে।
যদিও এখন পর্যন্ত দেশের সঠিক আক্রান্ত কত লাখ মানুষ তার কোনো হিসাব নেই কারো কাছে। নেই ভালো কোনো গবেষণা। নামমাত্র একটি গবেষণা হলেও তার ফলাফল নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ওষুধের গবেষণা নিয়ে কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক অধ্যাপক ডা. তারেক আলম তাঁর ‘আইভারমেকটিন’ নিয়ে।
পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী করোনার টিকা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশও তাল মেলানোর চেষ্টা করছে তার সঙ্গে। তবে ট্রায়াল হয় হয় করেও এখন পর্যন্ত কোনো ট্রায়াল শুরু হয়নি দেশে। দেশীয় কম্পানি গ্লোব ফার্মাসিটিক্যালস নিজস্ব একটি টিকা উৎপাদনের পথ দেখালেও তা থেমে আছে। যদিও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় টিকা উদ্ভাবনের আবেদনকারীর তালিকায় তারা বাংলাদেশের নাম তুলে রেখেছে। বেসরকারি সংস্থা আইসিডিডিআরবি চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করলেও তা ভেস্তে গেছে। নতুন আরো একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে টিকার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনা এগিয়ে চলছে অনেক দিন ধরেই। অক্সফোর্ড উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদন শুরু হলে তা পাওয়ার জন্য সরকার চুক্তি করেছে। সেরাম থেকে টিকা বাংলাদেশে আনার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে অংশ নিয়েছে দেশীয় ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মা লিমিটেড। অপেক্ষা এই ভ্যাকসিনের অনুমতি পাওয়া এবং দেশে আসা।
শুরু থেকে করোনাভাইরাসের গতিন্ডপ্রকৃতি নিয়ে দেশের বিজ্ঞানীদের বিভক্তিমূলক মতামত মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে অহরহ। এর মধ্যে দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, জুনন্ডজুলাই মাসেই দেশে করোনা সংক্রমণের পিক ছিল।

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: কোন বিভাগে কতজনের আবেদন?

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য সম্প্রতি আবেদন গ্রহণ করা হয়। ৩২ হাজার ৫৭৭টি পদের বিপরীতে এবার আবেদন করেছেন ১৩ লাখ ৯ হাজার ৪৬১ জন। ফলে একটি পদের জন্য চাকরিপ্রত্যাশীর সংখ্যা হলো ৪০ জন। এখন আসুন জেনে নিই, কোন বিভাগে কতজন আবেদন করেছেন?

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) সূত্রে জানা গেছে, এবার বিভাগভিত্তিক সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে ঢাকা বিভাগে। সবচেয়ে কম আবেদন সিলেট বিভাগে।

সূত্র জানায়, এবার ঢাকা বিভাগে আবেদন পড়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার ৬১৯টি, রাজশাহীতে ২ লাখ ১০ হাজার ৪৩০, খুলনায় ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮০৩, ময়মনসিংহে ১ লাখ ১২ হাজার ২৫৬, চট্টগ্রামে ১ লাখ ৯৯ হাজার ২৩৬, বরিশালে ১ লাখ ৯ হাজার ৩৪৪, সিলেটে ৬২ হাজার ৬০৭ এবং রংপুর বিভাগে ১ লাখ ৯৬ হাজার ১৬৬টি আবেদন পড়েছে।

গত ২৫ অক্টোবর অনলাইনে আবেদন শুরু হয়। শেষ হয় ২৪ নভেম্বর।